



টাইফয়েড টিকাদান ক্যাম্পেইন - ২০২৫



টাইফয়েড জ্বর থেকে আপনার শিশুকে সুরক্ষিত রাখতে সরকারের ইপিআই কর্মসূচির
আওতায় দেশব্যাপী আগামী ১২ অক্টোবর ২০২৫ থেকে টিকাদান ক্যাম্পেইন শুরু হয়েছে

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকবৃন্দের জন্য প্রণীত

ভূমিকা

টাইফয়েড জ্বর (Typhoid Fever) একটি প্রতিরোধযোগ্য সংক্রামক রোগ। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ২০১৯ সালের তথ্য অনুযায়ী, প্রতিবছর বিশ্বে প্রায় ৯০ লক্ষ মানুষ টাইফয়েড জ্বরে আক্রান্ত হয় এবং এর মধ্যে প্রায় ১ লক্ষ ১০ হাজার জন মৃত্যুবরণ করে। উল্লেখ্য, আক্রান্ত ও মৃত্যুবরণকারীদের অধিকাংশই দক্ষিণ এশিয়া এবং সাব-সাহারান আফ্রিকায়

বসবাসকারী মানুষ। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য মতে, বিশ্বের উন্নত দেশসমূহে এই রোগের প্রাদুর্ভাব অনেকাংশে কম হলেও বাংলাদেশ-সহ অনেক উন্নয়নশীল দেশে অন্যতম জনস্বাস্থ্য সমস্যা হিসেবে রয়ে গেছে।

বাংলাদেশে টাইফয়েড জ্বর

বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় টাইফয়েড জ্বরে আক্রান্তের হার বাংলাদেশে অনেক বেশি। The Global Burden of Disease-এর সমীক্ষা অনুযায়ী ২০২১ সালে বাংলাদেশে প্রায় ৪,৭৮,০০০ জন টাইফয়েড জ্বরে আক্রান্ত হয় এবং ৮,০০০ জন মৃত্যুবরণ করে; যার মধ্যে ৬৮ শতাংশই শিশু।

টাইফয়েড জ্বর ও এর প্রভাব

টাইফয়েড জ্বর স্যালমোনেলা টাইফি (S. Typhi) নামক ব্যাকটেরিয়া দ্বারা সৃষ্ট একটি সংক্রামক রোগ। টাইফয়েড জ্বরে আক্রান্ত হলে আর্থিক ক্ষতি, দীর্ঘমেয়াদি শারীরিক জটিলতা এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। আরও আশংকার বিষয় হলো টাইফয়েড রোগীর চিকিৎসায় যে সকল এন্টিবায়োটিক ব্যবহৃত হয়, তার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ টাইফয়েড জ্বর নিরাময়ে কাজ করছে না। অর্থাৎ টাইফয়েড জীবাণু সে সকল এন্টিবায়োটিকের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা অর্জন করেছে, ফলে ঔষধ প্রতিরোধী টাইফয়েড জ্বরের প্রকোপ প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। টাইফয়েড টিকা এই মারাত্মক ঔষধ প্রতিরোধী টাইফয়েড জ্বরের বিস্তার রোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

টাইফয়েড জ্বর কীভাবে ছড়ায়?

টাইফয়েড প্রধানত আক্রান্ত ব্যক্তির মলের সংস্পর্শে আসা দূষিত পানি বা খাবারের মাধ্যমে বিস্তার ঘটে এবং অন্যান্যদের মাঝে সংক্রমণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই জীবাণু একমাত্র মানুষের দেহেই অবস্থান করে এবং ২টি চক্রে বিস্তার লাভ করতে পারে:

সংক্ষিপ্ত চক্র (Short-cycle)

- দূষিত খাবার গ্রহণের মাধ্যমে
- দূষিত পানি পানের মাধ্যমে এবং
- স্বাস্থ্যবিধি এবং স্যানিটেশন ব্যবস্থার অভাব থাকলে

দীর্ঘ চক্র (Long-cycle)

- পরিবেশের দূষণ, যেমন: নর্দমার দূষিত পানি
- অস্বাস্থ্যকর পদ্ধতিতে পাইপলাইনের পানি পরিশোধন করলে

- পর্যাপ্ত স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ না করলে ল্যাব স্টাফ দ্বারা সংক্রমণের ঝুঁকি বেড়ে যেতে পারে
- মানব মল অথবা অপরিশোধিত নর্দমার বর্জ্যকে কৃষিক্ষেত্রে সার হিসেবে ব্যবহার করলে

টাইফয়েড জীবাণুর সুপ্তকাল

সাধারণত জীবাণু প্রবেশের পর গড়ে ৭ থেকে ১৪ দিনের মধ্যে টাইফয়েড জ্বর হয়, তবে কিছু ক্ষেত্রে এটি ৩ দিন থেকে ২ মাস পর্যন্ত হতে পারে।

ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠী

- ঘনবসতিপূর্ণ জনগোষ্ঠী, বস্তি বা নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠী
- রোগ প্রাদুর্ভাব এলাকায় বসবাসকারী জনগোষ্ঠী
- মহামারিতে আক্রান্ত এলাকায় ভ্রমণকারী
- নিরাপদ পানি এবং স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশনের অভাব রয়েছে, এমন এলাকায় বসবাসকারী জনগোষ্ঠী এবং
- অনিরাপদ উপায়ে বা স্বাস্থ্যবিধি না মেনে খাবার প্রস্তুত বা পরিবেশনকারী

টাইফয়েড জ্বরের লক্ষণসমূহ

- মৃদু জ্বর থেকে দীর্ঘস্থায়ী উচ্চ মাত্রার জ্বর (১০৩-১০৪ ডিগ্রি ফারেনহাইট)
- ক্লান্তি, মাথা ব্যথা, কাঁপুনি, ক্ষুধামন্দা, ও কাশি
- শরীর ব্যথা, পেট ব্যথা (কোষ্ঠকাঠিন্য বা ডায়রিয়া থাকতে পারে বা না-ও থাকতে পারে), বমি বমি ভাব বা বমি
- অসুখের দ্বিতীয় সপ্তাহে যকৃৎ এবং প্লীহা বড় হয়ে যেতে পারে (Hepato-splenomegaly)
- কিছু রোগীর ক্ষেত্রে র‍্যাশ বা শরীরে লালচে দানা থাকতে পারে

টাইফয়েড টিকাদান ক্যাম্পেইন-২০২৫

টাইফয়েড টিকা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা দ্বারা সুপারিশকৃত এবং নিরাপদ ও কার্যকর। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের উদ্যোগে ইপিআই-এর ব্যবস্থাপনায় বিনামূল্যে এই টিকা প্রদান করা হবে।

টিকাদান ক্যাম্পেইন-এর উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠী

- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত প্রাক-প্রাথমিক থেকে ৯ম শ্রেণি/সমমান পর্যন্ত সকল ছাত্র-ছাত্রী
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বহির্ভূত কমিউনিটির ৯ মাস থেকে ১৫ বছরের কম বয়সি সকল শিশু

কখন টিকা দেওয়া যাবে না

- জ্বর (১০০ ডিগ্রি ফারেনহাইট-এর বেশি) হলে
- পূর্বে কোন টিকা দেওয়ার পর এলার্জির ইতিহাস থাকলে
- টিকা গ্রহণের দিন অসুস্থ থাকলে
- গর্ভবতী/দুগ্ধদানকারী মা হলে

টিকার জন্য রেজিস্ট্রেশন

টিকাপ্রাপ্তি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শিক্ষকগণ উদ্দিষ্ট সকল ছাত্র-ছাত্রীকে <https://vaxepi.gov.bd> ওয়েবসাইটে জন্ম নিবন্ধন সনদের ১৭ সংখ্যা দিয়ে রেজিস্ট্রেশন করতে উদ্বুদ্ধ ও সহযোগিতা করবেন। পরবর্তীতে ঐ একই ওয়েবসাইট থেকে টাইফয়েড টিকাদান কার্ড ডাউনলোড করে টিকাদানের দিন নিয়ে আসতে বলবেন। উল্লেখ্য, টিকার প্রাপ্যতা অনুযায়ী যাদের ১৭ সংখ্যার জন্ম নিবন্ধন নেই অথবা যে সকল শিক্ষার্থী ৮ম/৯ম শ্রেণিতে পড়ে কিন্তু বয়স ১৫ বছরের বেশি, তাদের রেজিস্ট্রেশনের জন্য সংশ্লিষ্ট এলাকার স্বাস্থ্য সহকারী/টিকাদানকর্মীর সাথে যোগাযোগ করতে বলবেন।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে টিকাদান কেন্দ্র

মাঠকর্মী/টিকাদানকর্মী/তদারককারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের/মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক বা শিক্ষকবৃন্দের অনুমতি সাপেক্ষে টিকাদানের তারিখ নির্ধারণ করবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদেরকে স্ব-স্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানভিত্তিক কেন্দ্রে টিকা প্রদান করা হবে। নির্ধারিত

তারিখে সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে টিকাদান কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য শিক্ষকবৃন্দ সহযোগিতা করবেন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সকল ছাত্র-ছাত্রীকে একসাথে টিকা না দিয়ে শ্রেণি-ভিত্তিক টিকাদানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এছাড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা কমিটির সদস্য ও অভিভাবকদের সাথে মত বিনিময় করে টিকা-বিষয়ক তথ্য আদান-প্রদান করে সকলের সার্বিক সহযোগিতা নিশ্চিত করবেন।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বাদ পড়া ছাত্র-ছাত্রী ক্যাম্পেইন চলাকালীন শুক্রবার ও সরকারি ছুটির দিন ব্যতীত কমিউনিটির নিকটবর্তী যে কোন স্থায়ী (জেলা হাসপাতাল, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, সিটি কর্পোরেশন ক্লিনিক/হাসপাতাল, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ইত্যাদি) বা অস্থায়ী টিকাদান কেন্দ্র (বিভিন্ন ওয়ার্ডের টিকাদান কেন্দ্র) থেকে টিকা গ্রহণ করতে পারবে।

সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দের কাছে প্রত্যাশা

- সংশ্লিষ্ট উপজেলা/সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা কর্তৃক আয়োজিত ওরিয়েন্টেশন সভায় শিক্ষকগণ অংশগ্রহণ করবেন।
- শিক্ষকগণ ওরিয়েন্টেশন সভা হতে ফিরে গিয়ে স্ব-স্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের টাইফয়েড জ্বর এবং টিকা বিষয়ে আলোচনা করবেন এবং উদ্ভুদ্ধ ছাত্র-ছাত্রীদের টিকা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করবেন।
- অনলাইন রেজিস্ট্রেশন-এর প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করবেন এবং রেজিস্ট্রেশন করতে সহায়তা প্রদান করবেন।
- অভিভাবকগণের জন্য সভা আহ্বান করবেন এবং টাইফয়েড টিকার গুরুত্ব এবং অনলাইন রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করবেন।



- ছাত্র-ছাত্রীদের টিকা গ্রহণের দিন, তারিখ ও সময় পূর্ব হতেই এসেম্বলি/ক্লাসে জানিয়ে দিবেন।
- টিকা গ্রহণের দিন এসেম্বলি/পিটি-প্যারেড না করানোই ভাল।
- সকল ছাত্র-ছাত্রীকে টিকা গ্রহণের দিন সকালের নাস্তা খেয়ে আসতে বলবেন অর্থাৎ খালি পেটে টিকা গ্রহণ করা যাবে না।
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে টিকাদান কেন্দ্র স্থাপনে সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্যকর্মীকে প্রয়োজনীয় সহযোগীতা করবেন।

- টিকা বিষয়ে কারও কোন জিজ্ঞাসা থাকলে মাঠকর্মী/টিকাদানকর্মী/চিকিৎসকগণের সহযোগীতায় আলোচনার মাধ্যমে তার উত্তর দিবেন।
- টিকা গ্রহণের পর অভিভাবক/ছাত্র-ছাত্রীদের ভবিষ্যৎ প্রয়োজনে টিকার কার্ডটি সংরক্ষণের পরামর্শ দিবেন।
- টাইফয়েড টিকা অত্যন্ত নিরাপদ। টিকা গ্রহণের পর অন্যান্য টিকার মতই সামান্য প্রতিক্রিয়া, যেমন: টিকাদানের স্থানে লালচে হওয়া, সামান্য ব্যথা, মৃদু জ্বর, ক্লান্তি ভাব ইত্যাদি হতে পারে, যা এমনিতেই ভাল হয়ে যায়। প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্যকর্মীকে অবহিত করবেন অথবা নিকটস্থ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যোগাযোগ করবেন।



৯ মাস থেকে ১৫ বছরের কম বয়সি সকল শিশু

এবং প্রাক-প্রাথমিক থেকে নবম শ্রেণি/সমমান পর্যন্ত সকল শিক্ষার্থীদের
বিনামূল্যে ১ ডোজ টাইফয়েডের টিকা দিন

এই টিকা পেতে আজই জন্ম নিবন্ধন সনদের তথ্য (১৭ ডিজিট) দিয়ে



www.vaxepi.gov.bd ওয়েবসাইটে নিবন্ধন করুন



APPS ডাউনলোড করুন

সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি (ইপিআই)
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়





টাইফয়েড টিকাদান ক্যাম্পেইন - ২০২৫

সরকারের উদ্যোগে ইপিআই
কর্মসূচির আওতায় টাইফয়েড
টিকাদান ক্যাম্পেইন ২০২৫-এ:

- ৯ মাস থেকে ১৫ বছরের কম বয়সি সকল শিশু;
- প্রাক-প্রাথমিক থেকে নবম শ্রেণি/সমমান পর্যন্ত
সকল শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে ১ ডোজ টাইফয়েড টিকা
প্রদান করা হবে



বাংলাদেশে সংক্রমণজনিত
রোগের মধ্যে টাইফয়েড জ্বর
অন্যতম। টাইফয়েড জ্বর
“স্যালমোনেলা টাইফি” নামক
ব্যাকটেরিয়া দ্বারা সৃষ্ট একটি
রোগ।



খাওয়ার আগে এবং টয়লেট
ব্যবহারের পর সাবান দিয়ে সঠিক
নিয়মে হাত না ধুলে, দূষিত পানি
ও খাবার খেলে এই রোগে
আক্রান্ত হওয়ার আশংকা থাকে।

আপনি
জানেন
কি?



**The Global Burden of
Disease study**-এর তথ্য
অনুযায়ী ২০২১ সালে বাংলাদেশে
প্রায় ৮০০০ মানুষ টাইফয়েড জ্বরে
মৃত্যুবরণ করে, যার মধ্যে ৬৮
শতাংশই শিশু। টাইফয়েড জ্বরে
আক্রান্ত হলে আর্থিক ক্ষতি,
দীর্ঘমেয়াদি শারীরিক জটিলতা,
এমনকি মৃত্যুও হতে পারে।



টাইফয়েড টিকা (টিসিডি)
টাইফয়েড জ্বর প্রতিরোধে কার্যকর
ও নিরাপদ। পাকিস্তান, নেপাল ও
বিভিন্ন দেশে লক্ষ লক্ষ শিশু এই
টিকা গ্রহণ করছে।

টিকা গ্রহণের পূর্বে ও পরে করণীয়:

- টিকা গ্রহণের পূর্বে সকালের নাস্তা খেয়ে আসতে হবে, অর্থাৎ খালি
পেটে টিকা নেওয়া যাবে না
- টিকা গ্রহণের পর অন্তত ৩০ মিনিট টিকাদান কেন্দ্রে বসে থাকতে হবে
- মনে রাখবেন, এই টিকা নতুন হলেও অন্যান্য টিকার মতই সামান্য
প্রতিক্রিয়া, যেমন- টিকা দেওয়ার স্থানে চামড়া লাল হওয়া, যাওয়া,
সামান্য ব্যথা, অল্প জ্বর, মাথা ব্যথা, ক্লান্তি ভাব, এবং মাংসপেশিতে
ব্যথা ইত্যাদি দেখা দিতে পারে, যেগুলি এমনিতেই ভাল হয়ে যায়

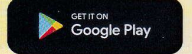
এই টিকা পেতে আজই জন্ম নিবন্ধন সনদের তথ্য (১৭ ডিজিট) দিয়ে



www.vaxepi.gov.bd ওয়েবসাইটে নিবন্ধন করুন

সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি (ইপিআই)
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়



APPS ডাউনলোড করুন





টাইফয়েড টিকাদান ক্যাম্পেইন - ২০২৫

টাইফয়েড টিকা প্রদান সম্পর্কিত



সচরাচর জিজ্ঞাসা

১। টাইফয়েড জ্বর কী? কীভাবে এই রোগ ছড়ায়?

উত্তর: বাংলাদেশে সংক্রমণজনিত রোগের অন্যতম প্রধান কারণ টাইফয়েড। টাইফয়েড জ্বর “স্যালমোনেলা টাইফি” নামক ব্যাকটেরিয়া দ্বারা সৃষ্ট একটি রোগ। মূলত দূষিত পানি ও খাবারের মাধ্যমে এই রোগের জীবাণু শরীরে প্রবেশ করে।

২। টাইফয়েড প্রতিরোধে টিসিভি (Typhoid Conjugate Vaccine) টিকা কি কার্যকর ও নিরাপদ?

উত্তর: হ্যাঁ, টিসিভি খুবই নিরাপদ ও কার্যকরী। সারা বিশ্বব্যাপী এই টিকা বিরূপ প্রতিক্রিয়া ছাড়াই শিশুরা গ্রহণ করছে। পাকিস্তান, নেপাল ও বিভিন্ন দেশে এই টিকা প্রদান করা হচ্ছে। বাংলাদেশে ব্যবহৃত টিসিভি টিকা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক যাচাইকৃত (Prequalified)। টিসিভি টিকা দেওয়ার পর সামান্য প্রতিক্রিয়া, যেমন: টিকা দেওয়ার স্থানে চামড়া লাল হওয়া, ফুলে যাওয়া, সামান্য ব্যথা, অল্প জ্বর, মাথা ব্যথা, ক্লান্তি ভাব, এবং মাংসপেশিতে ব্যথা ইত্যাদি দেখা দিতে পারে; যেগুলি এমনিতেই ভালো হয়ে যায়।

৩। ক্যাম্পেইনে টাইফয়েড টিকা কারা নিতে পারবেন?

উত্তর: টিকাদান ক্যাম্পেইন চলাকালে দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রাক-প্রাথমিক থেকে নবম শ্রেণি/সমমান পর্যন্ত সকল শিক্ষার্থীকে স্ব-স্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বহির্ভূত ০৯ মাস থেকে ১৫ বছরের কম বয়সি শিশুদের বিদ্যমান ইপিআই স্থায়ী ও অস্থায়ী টিকাদান কেন্দ্রে এই টিকা প্রদান করা হবে।

৪। টাইফয়েড টিকা শরীরের কোথায় প্রদান করা হয়?

উত্তর: ০২ বছর এবং তার কম বয়সি শিশুদের ০.৫ এম.এল. পরিমাণ টিকা উরুর মধ্যভাগের বাইরের অংশের মাংসপেশিতে এবং ০২ বছরের অধিক বয়সিদের বাহুর উপরিভাগে বাইরের অংশে সমপরিমাণ ডোজ ডেল্টয়েড মাংসপেশিতে প্রদান করা হয়।

৫। শুধুমাত্র শিশুদের কেন টাইফয়েড টিকা দেওয়া হবে?

উত্তর: বাংলাদেশে ৯ মাস থেকে ১৫ বছরের কম বয়সি শিশুরাই টাইফয়েড রোগে বেশি আক্রান্ত হয়ে থাকে। টিসিভি ১ ডোজ টিকা এই বয়সে প্রদান করলে অধিক মাত্রায় রোগ প্রতিরোধ করে। সেজন্য এই ক্যাম্পেইনে ৯ মাস থেকে ১৫ বছরের কম বয়সের শিশুদের এই টিকা দেওয়া হবে। পরবর্তীতে শুধুমাত্র ৯ মাস বয়সি শিশুদের নিয়মিত টিকাদান কর্মসূচিতে এই টিকা দেওয়া হবে।

৬। ১৫ বছরের বেশি বয়সি কেউ কি এই টিকা গ্রহণ করতে পারবে?

উত্তর: সরকারি উদ্যোগে এই ক্যাম্পেইনে শুধুমাত্র ৯ মাস থেকে ১৫ বছরের কম বয়সি শিশুদের ০১ ডোজ টিকা প্রদান করা হবে। ১৫ বছরের অধিক বয়সি যেকোন ব্যক্তি চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী নিজ ব্যবস্থাপনায় এই টিকা গ্রহণ করতে পারবে।

৭। টিসিভি টিকা দিলে কি টাইফয়েড সংক্রমণ অথবা টাইফয়েড জ্বর হবে না?

উত্তর: সংক্রমণের পূর্বে এই টিকা গ্রহণ করলে পুনরায় টাইফয়েড জ্বরে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা অনেকাংশে কমে যায় এবং পরবর্তীতে টাইফয়েড জ্বর হলেও জটিলতা সৃষ্টি হয় না।

৮। একজন মা প্রশ্ন করলেন, আমার মেয়েকে এই টিকা দিলে বিয়ের পর সন্তান ধারণে কোন সমস্যা হবে কি?

উত্তর: টিসিভি টিকা অত্যন্ত নিরাপদ এবং কার্যকর। এই টিকা নারীর গর্ভকালীন জটিলতা, প্রজনন ক্ষমতা হ্রাস কিংবা সন্তান ধারণে কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে না বরং এই টিকা টাইফয়েড জ্বর হতে সুরক্ষিত রাখে।

৯। গর্ভবতী কিশোরী বা দুগ্ধদানকারী মা কি এই টাইফয়েড টিকা গ্রহণ করতে পারবে?

উত্তর: না। গর্ভাবস্থায় বা দুগ্ধদানকারী মা-কে এই টিকা প্রদান করা যাবে না।

১০। টাইফয়েড জ্বরে আক্রান্ত অবস্থায় একজন রোগী এই টিকা গ্রহণ করতে পারবে কি?

উত্তর: না, টাইফয়েড জ্বরে আক্রান্ত অবস্থায় এই টিকা গ্রহণ করা যাবে না। তবে জ্বর থেকে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠার পর এই টিকা গ্রহণ করা যাবে।

১১। পূর্বে টাইফয়েড রোগে আক্রান্ত হলে পরবর্তীতে কি টিকা গ্রহণ করা যাবে?

উত্তর: হ্যাঁ, গ্রহণ করা যাবে।

১২। টাইফয়েড টিকা গ্রহণের সাথে অন্য টিকা গ্রহণের সম্পর্ক আছে কি?

উত্তর: টাইফয়েড টিকা গ্রহণের সময়, অর্থাৎ একইসাথে, পূর্বে কিংবা পরে অন্য যেকোন টিকা গ্রহণ করা যাবে।

১৩। পূর্বে টাইফয়েড টিকা গ্রহণ করে থাকলে এই ক্যাম্পেইনে কি পুনরায় এই টিকা গ্রহণ করা যাবে?

উত্তর: ০৯ মাস থেকে ১৫ বছরের কম বয়সি শিশুরা পূর্বে টাইফয়েড টিকা গ্রহণ করে থাকলেও ক্যাম্পেইন চলাকালীন সময়ে তাদের ১ ডোজ টাইফয়েড টিকা অবশ্যই নিতে হবে।

১৪। টাইফয়েড ক্যাম্পেইন চলাকালীন নির্ধারিত এলাকার বাইরের কোন ছাত্র-ছাত্রী/শিশু যদি টিকা নিতে আসে, তবে তাকে টিকা দেওয়া যাবে কি?

উত্তর: হ্যাঁ, দেওয়া যাবে।



এই টিকা পেতে আজই জন্ম নিবন্ধন সনদের তথ্য (১৭ ডিজিট) দিয়ে



www.vaxepi.gov.bd ওয়েবসাইটে নিবন্ধন করুন

সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি (ইপিআই)

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়



১৫। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নির্ধারিত টিকাদান সেশনে কোন ছাত্র বা ছাত্রী অনুপস্থিত থাকলে সে কি আর টাইফয়েড টিকা নেওয়ার সুযোগ পাবে?

উত্তর: শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নির্দিষ্ট দিনে ছাত্র-ছাত্রী টাইফয়েড টিকা পাওয়া থেকে বাদ পড়লে ক্যাম্পেইন চলাকালীন যেকোনো নিয়মিত/স্থায়ী ইপিআই টিকাদান কেন্দ্র থেকে টিকা নিতে পারবে।

১৬। কমিউনিটির নির্ধারিত টিকাদান সেশনে কোন শিশু টিকা নিতে পারেনি; তাহলে সে কি আর টাইফয়েড টিকা নেওয়ার সুযোগ পাবে?

উত্তর: হ্যাঁ, পাবে। ক্যাম্পেইন চলাকালীন সময়ের মধ্যে যে কোনো ইপিআই টিকাদান কেন্দ্র থেকে টিকা নিতে পারবে।

১৭। এই টিকা কি সরকারি উদ্যোগে প্রদান করা হবে?

উত্তর: হ্যাঁ। ১ ডোজ টাইফয়েড টিকা বাংলাদেশ সরকারের উদ্যোগে নির্ধারিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং ইপিআই টিকাদান কেন্দ্রসমূহে বিনামূল্যে প্রদান করা হবে।

১৮। টিকা গ্রহণের সময় হঠাৎ দেখা যায়- একইসাথে অনেক কিশোরী অসুস্থতা বোধ করে বা অজ্ঞান হয়ে যায়; অনেক ক্ষেত্রে তাদের হাসপাতালেও ভর্তি হতে হয়। এর কারণ কী? এটি কি ভয়ের কিছু?

উত্তর: না, আতঙ্কিত হওয়ার কোন কারণ নেই। চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় একে Mass Psychogenic Illness বলে, যা মূলত টিকা প্রদানের পূর্বে বা পরে মানসিক ভীতিজনিত কারণে একটি প্রতিক্রিয়া হতে পারে। এর ফলে একজন কিশোরী অসুস্থ বোধ করলে অন্য অনেক কিশোরীও ভয় পেয়ে অসুস্থ বোধ করে, যা সম্পূর্ণ মানসিক কারণ; এর সাথে টিকাজনিত অসুস্থতার কোন সম্পর্ক নেই।